بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
৭ চৈত্র ১৪১৬
২১ মার্চ ২০১০

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২১-২৭ মার্চ ২০১০ 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে আবহমান কাল ধরে ইলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাদ এবং খাদ্যমানে ইলিশ বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আজকের জাটকাই আগামী দিনের ইলিশ। 'জাটকা মাছ ধরবো না - দেশের ক্ষতি করবো না' এ প্রতিপাদ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করা গেলে দেশের নদ-নদী আবারও এই রূপালী সম্পদে ভরে যাবে বলে বিশ্বাস করি। সরকারের জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১০ উদ্‌যাপন একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। আমি আশা করি এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সুধীমহলসহ সর্বস্তরের জনগণ এগিয়ে আসবেন।

আমি 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১০' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

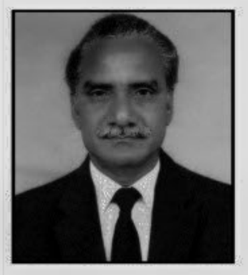

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ চৈত্র ১৪১৬
২১ মার্চ ২০১০

বাণী

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাটকা রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ২১-২৭ মার্চ ২০১০ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের মধ্যে একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। ইলিশ উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকারও প্রধান উৎস। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের জাটকাই আগামী দিনের বড় ইলিশ। তাই ইলিশের উৎপাদন কাঙ্খিত পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাটকা রক্ষায় সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের এখনই উপযুক্ত সময়।

'জাটকা মাছ ধরব না, দেশের ক্ষতি করব না' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহে গৃহীত কর্মসূচি দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে ইলিশ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাটকা আহরণ থেকে বিরত মৎস্যজীবী পরিবারের জন্য ইতোমধ্যে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা ১০ কেজি থেকে বৃদ্ধি করে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করা হয়েছে। এছাড়া জাটকা আহরণকারী বিশ হাজার অতিদরিদ্র জেলের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশের চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ভোলা ও পটুয়াখালী এই চারটি জেলায় প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং এ প্রকল্পের আওতায় চারটি ইলিশ অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
৭ চৈত্র ১৪১৬
২১ মার্চ ২০১০

বাণী

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, কর্মসংস্থানসৃষ্টিতে ও প্রাণিজ আমিষ যোগানদানে একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব সর্ববৃহৎ। দেশের মৎস্য উৎপাদনে জাতীয় মাছ ইলিশের অবদান প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ। পরিসংখ্যানে দেখা যায় নব্বইয়ের দশক থেকে ইলিশ মাছের উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় ক্রমবর্ধমান জনসংখার চাপ, অতি আহরণ ও অধিক মাত্রায় জাটকা নিধনের প্রেক্ষিতে ইলিশের আহরণ কমে যাচ্ছে। ইলিশ মাছের এই ক্রমহ্রাসমান অবস্থার বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ লক্ষ্যে প্রজননক্ষম বাবা-মা ইলিশের সংরক্ষণ এবং প্রজননোত্তর ইলিশের পোনা বা জাটকা নিধন রোধ করা অতীব জরুরী। আজকের জাটকা আগামী দিনের ইলিশ। ফলে ইলিশ উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয়ভাবে গৃহীত হয় জাটকা রক্ষা কর্মসূচি। ধারাবাহিকভাবে বিগত কয়েকবছর যাবত জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ইলিশের উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে গত অর্থবছরে ২.৯৮ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়। আশা করি চলতি অর্থবছরে ৩.০ লক্ষ মে. টন ছাড়িয়ে যাবে। উৎপাদনের এই ধারা বজায় রেখে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব।

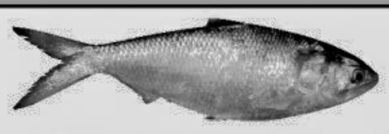

জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবছরও সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ইতোমধ্যে জাটকা জেলেদের আপদকালীন সময়ে পরিবার প্রতি খাদ্য শস্য বরাদ্দের পরিমান ১০ কেজি থেকে বৃদ্ধি করে চলতি বছরে ৩০ কেজি করা হয়েছে। এছাড়া জাটকা আহরণকারী ২০ হাজার অতি দরিদ্র জেলেদের জাটকা আহরণে বিরত থাকাকালীন ১১টি কর্মে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াসে দেশের চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ভোলা ও পটুয়াখালী এই ৪টি জেলায় প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত ৪টি জেলায় ইলিশ অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২১ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত দেশব্যাপী জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১০ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১০-এর প্রতিপাদ্য "জাটকা মাছ ধরবো না - দেশের ক্ষতি করবো না" বাস্তবায়নে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আপামর জনগণ - বিশেষ করে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১০ সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে- এটাই প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস,এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
৭ চৈত্র ১৪১৬
২১ মার্চ ২০১০

বাণী

চিরায়ত বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম অনুষঙ্গ ইলিশ মাছ। যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালীর রসনা মেটানোর পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসৃষ্টি ও আমিষ সরবরাহে ইলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের মধ্যে একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। মৎস্যজীবীদের এক বিরাট অংশের কর্মসংস্থান হয় ইলিশ আহরণ ও বিপণনের মাধ্যমে।

জনসংখ্যার চাপ, অতিরিক্ত আহরণসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বিগত দশকে ইলিশের উৎপাদন ক্রমাগত কমতে থাকে। এ কারণে ইলিশের গুরুত্ব অনুধাবন করে এই নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে সরকার জাটকা রক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলোর গৃহীত কার্যক্রম ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচিকে আরও অংশগ্রহণমূলক ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এবছর ২১ - ২৭ মার্চ ব্যাপী জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১০ উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সর্বস্তরের জনসাধারণ বিশেষভাবে মৎস্যজীবী, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।

মোঃ শরফুল আলম

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল ঃ প্রেক্ষিত ও সাফল্য

মোঃ মজিবুর রহমান
মহাপরিচালক (অ.দা.)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আবহমান কাল হতে এ মাছ আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ ও কর্মসংস্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে একক প্রজাতি হিসেবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ইলিশের অবদান শতকরা প্রায় ১২-১৩ ভাগ। প্রতি বছর ইলিশ রপ্তানি হতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা এবং জিডিপিতে ইলিশ মাছের একক অবদান প্রায় ১ শতাংশ। প্রায় ৫.০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং পরিবহন, বিক্রয়, জাল, নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদি কাজে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ মাছের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে জলজ পরিবেশ, প্রজনন সফলতা, জাটকা বাঁচার হার, বৃদ্ধির সুযোগ এবং আহরণমাত্রা বা মাছ ধরার পরিমাণের ওপর। দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক মৎস্যজীবী ইলিশ আহরণে নিয়োজিত হওয়া, জাল-নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধিসহ মৎস্য আহরণে আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহার, অবৈধ কারেন্ট জালসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর জালের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এ মাছের আহরণমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধিসহ অবাধে জাটকা ধরার কারণে চলতি দশকের শুরুতে এ মাছের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। এছাড়া বিভিন্ন নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, গতিপথ পরিবর্তন, পলি ভরাট, ইত্যাদি কারণে প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র ধ্বংস এবং জলজ পরিবেশ দূষণের ফলে এ মাছের বিস্তৃতি ও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ডিমওয়ালা মাছ রক্ষা, অবাধ প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ এবং মৎস্যজীবীদের আপদকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হতে সমন্বিত জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাটকা রক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত বর্ধনশীল জাটকা আহরণ বন্ধকরণ, জাটকা আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবীদের আপদকালীন জীবিকা নির্বাহের জন্য খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইলিশ উৎপাদন কাঙ্খিত পর্যায়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ

- কার্যকরভাবে জাটকা নিধন রোধ করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ইলিশ মাছ রক্ষা করে সফল প্রজননে সহায়তা করা ও জাটকার প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি;
- ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে সকল প্রকার মাছ রক্ষা করা এবং নদ-নদীর মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি;
- জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখা;
- ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস এবং
- জাটকা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি করে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে সকলকে সম্পৃক্ত করা।

এবছর জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচির অধীনে পরিচালিত কার্যক্রম

- ইলিশের প্রধান চারটি প্রজননক্ষেত্রে প্রতি বছর ১৫-২৪ অক্টোবর ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন বাস্তবায়ন;
- জাটকা নিধন রোধে স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী সহযোগে বিশেষ অভিযান/ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালণার জন্য রাজস্ব খাত হতে ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রমসমূহে মাছ ধরা নিষিদ্ধ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন তথা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ২.২৪ লক্ষ মৎস্যজীবীর একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যার ভিত্তিতে বিভিন্ন সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হতে মৎস্যজীবীদের ভি.জি.এফ. এর আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত ৪ মাস ইলিশ আহরণ সংশ্লিষ্ট ১০টি জেলার ৫৯টি উপজেলাধীন প্রায় ১,৬৫,০০০টি পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি হারে এবছর রেকর্ড পরিমাণ ১৯,৭৬৮.৬০ মে.টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন/বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান অর্থ বছর ৬টি জেলার বিপরীতে ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- মৎস্য অধিদপ্তর ও সিএনআরএস-এর যৌথ উদ্যোগে চাঁদপুর জেলার সদর ও মতলব (উঃ) উপজেলার জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- জনগণের মাঝে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন;
- নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে জাটকা রক্ষা কর্মসূচির ফলাফল নিরূপণ এবং
- মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে "জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প" শীর্ষক ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও বাস্তবায়ন কৌশল

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান সংস্থা হিসেবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন টাস্ক ফোর্সে জেলা প্রশাসন, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, জন প্রতিনিধি ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আছেন।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুফল

বিগত ২০০৩-০৪ সালে জাটকা রক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে সমন্বিত ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমান মৌসুম এ কর্মসূচির ৭ম বছর। বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, কর্মসূচি শুরুর পূর্ববর্তী ২০০২-০৩ সালে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল প্রায় ১.৯৯ লক্ষ মে. টন। বিগত ২০০৩-০৪ সালে জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইলিশ উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮-০৯ সালে প্রায়২.৯৮ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। জাটকা রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশে ইলিশের উৎপাদন বাৎসরিক ৩.০০ লক্ষ মে. টনে টেকসই পর্যায়ে অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বিগত বছরগুলোতে জাটকা রক্ষা কর্মসূচির সফল বাস্তায়নের ফলে কর্মসূচির শুরুর বছরের (২০০৩-০৪) তুলনায় ৭ম বছরে (২০০৮-০৯) ইলিশ উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১.০ লক্ষ মে. টন যার বাজার মূল্য প্রতি কেজি ২৫০.০০ টাকা হিসেবে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা।

ইলিশ আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীগণ এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সুফলভোগী। এ সম্পদের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তাঁদেরকে নিবিড়ভাবে ইলিশ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ, বিদ্যমান সম্পদ চিহ্নিত করা এবং দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সংগতি রেখে দীর্ঘ মেয়াদে বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইলিশের উৎপাদন জলজ পরিবেশ ও নদ-নদীতে পানি প্রবাহের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের জলজ পরিবেশের ক্রমশঃ পরিবর্তন হচ্ছে। সম্প্রসারিত শিল্পায়ন ও কলকারখানার বর্জ্য যথাযথভাবে দুষণমুক্তকরণের ব্যবস্থা না করে নদীতে ফেলার কারণে দেশের জলজ পরিবেশ ক্রমাগতভাবে দূষিত হচ্ছে। ফলে ইলিশসহ দেশের অন্যান্য মৎস্য সম্পদের জন্য হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের সকল স্তরে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইলিশ মাছের অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরো জোরদার করতে হবে।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের ফলশ্রুতিতে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভাবঃ

বৎসর	ইলিশ উৎপাদন (মে.টন)			মন্তব্য
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামুদ্রিক জলাশয়	মোট	
জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে ইলিশের উৎপাদন				
২০০২-০৩	৬২,৯৪৪	১৩৬,০৮৮	১৯৯,০৩২	
জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের পরবর্তীতে ইলিশের উৎপাদন				২০০৩-০৪ থেকে জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বিগত ৬ বছরে ৪.৮৩ লক্ষ মে.টন অতিরিক্ত ইলিশ আহরিত হয়েছে।
২০০৩-০৪	৭১,০০১	১৮৪,৮৩৮	২৫৫,৮৩৯	
২০০৪-০৫	৭৭,৪৯৯	১৯৮,৩৬৩	২৭৫,৮৬২	
২০০৫-০৬	৭৮,২৭৩	১৯৮,৮৫০	২৭৭,১২৩	
২০০৬-০৭	৮২,৪৪৫	১৯৬,৭৪৪	২৭৯,১৮৯	
২০০৭-০৮	৮৯,৯০০	২০০,১০০	২৯০,০০০	
২০০৮-০৯	৯৫,৫০৭	২০২,৯৫১	২৯৮,৪৫৮	

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১০

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি আরও অর্থবহ ও বেগবান করার লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও পালন করা হচ্ছে "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১০"। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে- জাটকা রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে গণমানুষ বিশেষ করে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও ইলিশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, আড়তদার ও অন্যান্যদের সচেতন করে তোলা এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া।

সপ্তাহব্যাপী "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ" উদযাপনকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে ও মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি পালন করা হবে। এ বছরের জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- **জাটকা মাছ ধরবো না - দেশের ক্ষতি করবো না।**

"জাটকা সংক্ষরণ সপ্তাহ ২০১০" উদযাপনের প্রাক্কালে আমরা আশা করি দেশের সর্বস্তরের মানুষ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সচেতন হবেন। মৎস্যজীবীসহ ইলিশ সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসায়ীমহল জাটকা রক্ষা সংক্রান্ত আইন মেনে চলায় সচেষ্ট হবেন এবং দেশের অন্যতম প্রধান নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন। **আজকের জাটকা আগামী দিনের ইলিশ** - এ সত্য বাস্তবায়নে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আরো দায়িত্ব নিয়ে একযোগে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

ইলিশ মাছ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য-উপাত্ত

- একক প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনে শতকরা ১২ - ১৩ ভাগ ইলিশের অবদান;
- সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৫০-৬০ শতাংশ আহরিত হয় আমাদের নদ-নদী হতে।
- বর্তমানে দেশের প্রায় ১০০টি নদীতে ইলিশ ও জাটকা পাওয়া যায়। গঙ্গা এবং কয়েকটি বড় নদীতে ইলিশ স্থায়ীভাবে বাস করে।
- ইলিশ মাছ দিনে প্রায় ৭১ কি.মি. পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারে;
- সাধারণতঃ ১+ বছর বয়সে ইলিশ পরিপক্কতা লাভ করে- তবে ২ বছরের অধিক বয়সের ইলিশের ডিম ধারণ ক্ষমতা সর্বাধিক। বাংলাদেশে ৪৪.৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য এবং ১,১০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ মাছে সর্বোচ্চ ২২.৮৬ লক্ষ ডিম পাওয়া গেছে;
- অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার আগে এবং পরে ইলিশের ডিমের ব্যাস ও পরিপক্কতার মান সর্বোচ্চ পাওয়ায় এ সময়কে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ধরা হয়;
- মেঘনা নদীর ঢলচর, মনপুরা দ্বীপ, মৌলভীর চর ও কালির চর এলাকাকে ইলিশের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে;
- ইলিশ মাছে উচ্চমাত্রায় আমিষ (২১.৮%), চর্বি (১৯.৪%) এবং খনিজ পদার্থ থাকে। ইলিশের চর্বিতে অসম্পৃক্ত ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড থাকায় মানব দেহের রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করতে সহায়তা করে।